৫৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2 1 NOV 1996 ....
পৃষ্ঠা ..৪ কলাম ..৮......

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এর অর্থ হতে পারে যে, যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামে হয় একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, নয় তো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে সরকার সর্বাত্মক সহায়তা দেবেন। সব মিলিয়ে একটা সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করা হবে। তাতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ সহজ হবে, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা কমে যাবে।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, চালু ও রেজিস্ট্রেশনের যে নীতিমালা সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, তা প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কতটা সহায়ক হবে বলা কঠিন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে সরকারি কর্মকর্তাদের উচিত কাজ হলো যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেগুলোর তালিকা হাতে নিয়ে সরকারি অথবা 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে', 'পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপে' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করা। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে 'ড্রাইভিং ফোর্স' হবে সরকার। কিন্তু সরকারি নীতিমালা থেকে দেখা যাবে যে, উদ্যোগ নেবে স্থানীয় ব্যক্তিরা, প্রাথমিক ব্যয় বহন করবেন তারাই, অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে সরকার বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন মাত্র। বিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়ায় তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যা, ভবন, আসবাবপত্র ইত্যাদির শর্তাদি সম্পর্কে আমরা দ্বিমত প্রকাশ করছি না। এসব ঠিকমত না থাকলে বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় বলা যায় না। এখানে আমাদের বক্তব্য হলো, এসব শর্তের ব্যাপারে কড়াকড়ির আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শর্তগুলো পালন করা হোক। তা না হলে অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশন দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তাদের নৈতিক বলের ঘাটতি সৃষ্টি হবে।

আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সরকারের শর্ত পালন করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যে কত কঠিন কাজ তা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অজানা থাকার কথা নয়। শর্ত অনুযায়ী এক বিঘা জমি, তার ওপর ৭০ ফুট X ১৫ ফুট ভবন, আসবাবপত্র, দু'জন শিক্ষক ও দু'জন শিক্ষিকা যোগাড় করার পর অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করা যাবে। অনুমোদন পাওয়ার পর এক বছর নিজ খরচে বিদ্যালয় চালাতে হবে। তারপর সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহ হলে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতেও সরকারি অনুদান বা বেতনের সরকারি অংশ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকবে না বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তখনও অনুদান ও বেতনের অংশ পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে সরকারের কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হবে। এর বাস্তব অর্থ কি দাঁড়াবে তা বোধহয় খুলে না বললেও চলবে। ভুয়া বিদ্যালয়, ভুয়া শিক্ষক, শিক্ষক নিয়োগের জন্য চাঁদা ইত্যাদির ব্যাপারে কি ধরনের দুর্নীতির অবতারণা হয়, তার বিবরণ মাঝেমাঝেই সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন উৎসাহিত করতে হলে সব শর্ত পালন করে অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়গুলো যেন রেজিস্ট্রেশন, অনুদান ও শিক্ষক বেতনের অংশটি পায় তার নিশ্চিত অঙ্গীকার থাকা উচিত। স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ যদি এসব ব্যাপারে দুর্নীতি করে তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। চাঁদা তুলে তদ্বির, ঘুষ ইত্যাদির ব্যবস্থা যেন স্থানীয় আয়োজকদের করতে না হয় তারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গরজটা গ্রামবাসীর যতটা সরকারেরও ততটাই থাকা উচিত। পক্ষান্তরে বহু জায়গায় ভুয়া বিদ্যালয়ের নামে সরকারি অনুদান ও শিক্ষকের বেতন নেয়া হয় বলে অভিযোগ শোনা যায়। এদের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিত কঠোর। আমাদের বক্তব্য, ভুয়া বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে নির্মম ব্যবস্থা নিন এবং খাঁটি উদ্যোগগুলোকে শুরু থেকেই সযত্নে লালন করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিন। কেননা সারাদেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া সরকারেরই প্রাথমিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা গেছে, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পরই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলংকা ছাড়া এ কাজে কারো উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবহেলা না করেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি গৃহীত হয়েছে। বাজেটে তার প্রতিফলন আছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনে ঋণ-অনুদানেরও অভাব হবে না বলে আমরা জানি। সমস্যা সৃষ্টি হয় অগ্রাধিকারের নীতি বাস্তবায়নে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য এবং প্রতিগ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এই নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার। শিক্ষা কর্মকর্তারা এটা যেন ভুলে না যান।